দ্য গ্রান্ড বারগেইন (The Grand Bargain)

সংকটগ্রস্ত জনগণকে উন্নততর সেবা প্রদানে অংশীদারিত্বমূলক অঙ্গীকার
A Shared Commitment to Better Serve People in Need

গ্রান্ড বারগেইন [Grand Bargain] আসলে কী?

"গ্রান্ড বারগেইন" হচ্ছে বিশের ৩০টি বৃহৎ দাতা এবং সাহায্যকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে একটি সমঝোতামূলক অঙ্গীকারনামা। এসকল অঙ্গীকার পূরণের মাধ্যমে মানবিক সংকটে নিপতিত অসহায় জনগোষ্ঠীর জন্য আরও উন্নততর সেবা নিশ্চিত করা যায়। মানবিক কার্যক্রমের দক্ষতা ও কার্যকারিতার মান উন্নয়নে গ্রান্ড বারগেইন প্রক্রিয়াটি দাতা ও সাহায্য সংস্থাগুলির জন্য প্রয়োজনীয়।

গ্রান্ড বারগেইন প্রক্রিয়া দাতা ও সাহায্য সংস্থাগুলোর বর্তমান কাজের ধরনের উপর ধারাবাহিক পরিবর্তনসমূহ যুক্ত করেছে। কারণ তারা আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে অতিরিক্ত বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করবে, বিশেষ করে মানবিক সাহায্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য। কর্মধারার এই পরিবর্তন মানবিক চাহিদা পূরণে জড়িত স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সাড়া দানকারী সংস্থাসমূহের জন্য আরও ব্যাপক পরিসরে অর্থ বরাদ্দ ও গতি বৃদ্ধি করা, নগদ অর্থায়ন ভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করাসহ একটি সহজ এবং অভিন্ন প্রতিবেদন প্রণয়নের কৌশল ইত্যাদি বিষয়সমূহকে সহয়তা ও ত্বরান্বিত করতে ভূমিকা রাখবে।

গ্রান্ড বারগেইন স্বাক্ষরদানকারী দাতা ও সাহায্য সংস্থাগুলো প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, আগামী ২০২০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক মানবিক কার্যক্রমের বরাদ্দ তহবিলের কমপক্ষে ২৫% যাবে মানবিক কার্যক্রমে সাড়াদানকারী স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সংস্থাসমূহের কাছে। এর বাইরেও মানবিক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা এবং সুনির্দিষ্ট কোন খাত-ভিত্তিক অর্থায়ন না করে বরং নমনীয় অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়েছে। এসকল উদ্দিপনার সাথে তারা আরোও বিশ্বাস করে, গ্রান্ড বারগেইন এর সুফল সবাই পাবে। এ সুফল শুধু বড় সংস্থাসমূহের জন্য নয়।

যেভাবে গ্রান্ড বারগেইন সৃষ্টি হয়েছে এবং এর উদ্দেশ্য

গ্রান্ড বারগেইন'র প্রথম প্রস্তাবনা করা হয় মানবিক অর্থায়ন বিষয়ক জাতিসংঘের সাবেক সেক্রেটারি জেনারেলের আহ্বান করা উচ্চ পর্যায় প্যানেলের এক সভায়। যেখানে এ বিষয়ে "Too Important to Fail: Addressing the Humanitarian Financing Gap" শিরোনামে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে গিয়ে বিশ্বব্যাপী মানবিক কার্যক্রমের চাহিদা এবং অর্থায়নের মধ্যে যে বিশাল ব্যবধান হচ্ছে তার সম্ভাব্য সমাধান করতে এ চুক্তি সম্পর্কীয় ধারণার অবতারণা করেন।

২০১৫ সালে জাতিসংঘের মহাসচিব কর্তৃক মানবিক অর্থায়ন বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল নিয়োগ দেওয়া হয় এবং তারা ২০১৬ সালে উক্ত বিষয়ে বেশ কিছু সুপারিশমালা প্রদান করেন। এসকল সুপারিশমালার মধ্যে রয়েছে বিশ্বব্যাপী মানবিক চাহিদার পরিমাণ হ্রাস করা বিশেষ করে সংকটকালীন অবস্থা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি, দুর্যোগ প্রশমন ও হ্রাস কল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সম্পদ নির্ভর মানবিক কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি করা। WHS সম্মেলনে গ্রান্ড বারগেইন গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয় এবং WHS আউটকাম প্রতিবেদনে এটি যুক্ত হয়।

> "গ্রান্ড বারগেইন" হচ্ছে বিশের ৩০টি বৃহৎ দাতা এবং সাহায্যকারী সংস্থার মধ্যে সাক্ষরিত একটি সমঝোতামূলক চুক্তি, যার মাধ্যমে মানবিক সহায়তামূলক কার্যক্রমের চাহিদার সময় অসহায় জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতা করার আরও সহায়ক উপায়সমূহ অবলম্বন করা যায়।

আশা করা হচ্ছে গ্রান্ড বারগেইন প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ফলে বিশ্বব্যাপী মানবিক কার্যক্রমের ধারা বর্তমানে দাতা নিয়ন্ত্রিত "সরবরাহ-মডেল" থেকে পরিবর্তিত হয়ে জননিয়ন্ত্রিত "চাহিদা-মডেলে" রূপান্তরিত হবে। মানবিক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন আরও দায়িত্বশীল হবে এবং জনগণ তার থেকে আরও বেশি সহযোগিতা পাবে। মানবিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত সহযোগী ও সংস্থাসমূহ একত্রে কাজ করার ফলে মূল্য সংযোজন হবে। আর এভাবেই সাহায্য সরবরাহের ক্ষেত্রে গ্রান্ড বারগেইন তাৎপর্যময় দক্ষতা অর্জন করবে।

গ্রান্ড বারগেইন বাস্তবায়নে প্রধান দশটি কর্মপ্রবাহ নির্ধারণ করা হয়েছে, যেগুলি নিম্নরূপ:

১. অধিকতর স্বচ্ছতা

জনগোষ্ঠীকে উন্নত এবং অধিক সেবা প্রদানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য একটি যৌথ ও উন্মুক্ত তথ্য ভাণ্ডার ও একটি সাধারণ ডিজিটাল প্লাটফরম কাঠামো নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়নে গ্রান্ড বারগেইন প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এই ধরনের কাঠামোই বলে দিতে পারে, দাতাদের প্রদত্ত তহবিল আক্রান্ত/

উপদ্রুত জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছতে কার্যকর আর্থিক প্রবাহের শৃংখল বা লেনদেনের কাঠামো কী হতে পারে। উপদ্রুত জনগোষ্ঠীকে অধিকতর সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি রাজনৈতিক বিষয়সমূহ মাথায় রাখতে হবে এবং এক্ষেত্রে কারও কোন "ক্ষতি না করার নীতিই" হবে আসল সুরক্ষা কৌশল। সম্প্রতি ইন্টারন্যাশনাল এইড ট্রান্সপারেন্সি (International greater Aid Transparency Initiatives-IATI) কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগই "যৌথ ও উন্মুক্ত তথ্য ভাণ্ডার" কাঠামো'র ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রগণ্য উপায়।

১.১. অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে সাহায্য সংস্থাসমূহ এবং দাতাদের প্রতিশ্রুতি

ক. ইস্তাম্বুল সম্মেলনের পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে সাহায্য সংস্থাসমূহ এবং দাতাদেরকে অবশ্যই মানবিক সাহায্য কর্মসূচিসমূহের উপর সময়মত, স্বচ্ছ, উন্মুক্ত এবং মানসম্পন্ন তথ্য প্রকাশ করতে হবে। আমরা IATI এর গৃহীত উদ্যোগকেই এক্ষেত্রে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে করছি।

খ. সংস্থা, পরিবেশ-প্রেক্ষাপট এবং কার্যক্রমের স্বাতন্ত্র্য বা প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণে অবশ্যই সঠিক তথ্য ব্যবহার এবং বিশ্লেষণ নিশ্চিত করা। যেমন: সুরক্ষার ধরন, সংঘাতপূর্ণ অঞ্চল ইত্যাদি।

গ. ডিজিটাল প্লাটফরম বা উন্মুক্ত তথ্য-কাঠামো ব্যবস্থা উন্নত করা যাতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করা যায়;

- দাতা এবং গ্রহীতা উভয় পর্যায় থেকেই জবাবদিহতার ক্ষেত্রে উন্মুক্ত তথ্যসমূহে অভিগম্যতা এবং বিশ্লেষণ

- সম্ভাব্য এবং সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে উন্নতকরণ

- কাজের চাপ কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণ। ফলস্বরূপ দাতাগণ প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে একটি কমন বা সর্বসম্মত মান গ্রহণ করতে পারে।

- আর্থিক প্রবাহের শৃংখল বা লেনদেনের কাঠামো অনুসরণ করে দাতা, তহবিল, অর্থপ্রবাহকে এবং সর্বোপরি উপদ্রুত জনগোষ্ঠী যাদের জন্য অর্থ প্রয়োজন তাদেরকে চিহ্নিত করণ

ঘ. সকল অংশীদারী সংগঠনসমূহের সামর্থ্য বৃদ্ধি করা, যাতে তারা তথ্যসমূহে প্রবেশ এবং প্রয়োজনে প্রকাশ করতে পারে।

২. জাতীয় এবং স্থানীয়ভাবে সাড়া প্রদানকারীদের জন্য আরও অর্থায়ন কৌশল এবং সহযোগিতা প্রদান

সংকটের সময় মূলত জাতীয় এবং স্থানীয়ভাবে সরকার, স্থানীয় জনগোষ্ঠী, রেড ক্রিসেন্ট, জাতীয় বা স্থানীয় পর্যায়ের নাগরিক সমাজের সংগঠনসমূহ সর্বপ্রথম সাড়া প্রদানকারী হিসেবে এগিয়ে আসে এবং দুর্যোগ পূর্ববর্তী, দুর্যোগ কালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়েও তারা বিভিন্ন কাজ করে থাকে ও জরুরি সেবা প্রদান করে থাকে। আমরা নীতিসম্মত মানবিক কার্যক্রম যথাসম্ভব স্থানীয়ভাবে এবং যতটা প্রয়োজন ততটা আন্তর্জাতিক সহায়তা নিয়ে বাস্তবায়ন অঙ্গীকার করছি। কারণ এটা স্বীকার করতে হবে যে, যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক মানবিক কর্মীগণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমরা এক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে সাড়া প্রদানকারীদেকে অবশ্যই অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এসকল কাজে সংযুক্ত করতে পারি।

২.১ এক্ষেত্রে সাহায্য সংস্থাসমূহ এবং দাতাদের প্রতিশ্রুতি

ক. জাতীয় এবং স্থানীয়ভাবে সাড়া প্রদানকারীদের প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরণ। এখানে প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য মানে হলো জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা, বিশেষ করে যুদ্ধকালীন সংকট, দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাদুর্ভাব বা মহামারি এরকম প্রেক্ষাপটে সাড়া প্রদানের উদ্দেশ্যে স্থানীয়ভাবে সাড়া প্রদানকারীদের পরিকল্পনা, সময়মত ও প্রয়োজনীয় সাড়া প্রদান এবং সমন্বয় করার ক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ নিশ্চিত করা। আমরা উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় এবং সহযোগিতামূলক চুক্তির মাধ্যমেই এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারি।

খ. স্থানীয়ভাবে সাড়া প্রদানকারীদের সাথে অংশিদারিত্ব সৃষ্টি এবং দায়িত্ব পালনে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন প্রশাসনিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা এবং তা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

গ. জাতীয় সমন্বয় ব্যবস্থার সম্পূরক এবং সহযোগিতামূলক কাজ করা, যাতে স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে মানবিক নীতিমালাসমূহ সমুন্নত রাখা যায়।

ঘ. বৈশ্বিক মানবিক সহায়তা তহবিলের কমপক্ষে ২৫% স্থানীয় এবং জাতীয় সাড়া প্রদানকারীদের কাছে সরাসরি প্রদান করা। এর ফলে উপদ্রুত জনগোষ্ঠীর জন্য সেবার মান উন্নত হবে এবং তহবিল পরিচালন খরচও হ্রাস পাবে। প্রতিশ্রুত এই লক্ষ্যমাত্রা দাতা এবং সাহায্য সংস্থাসমূহকে আগামী ২০২০ সালের মধ্যে অর্জন করতে হবে।

ঙ. স্থানীয় এবং জাতীয় সাড়া প্রদানকারীদের কাছে সরাসরি তহবিল সঞ্চালন প্রক্রিয়া ও অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য IASC (Inter-Agency Standing Committee) এর সহযোগিতায় "Localization Marker" পদ্ধতির উন্নয়ন করা এবং তা দাতা এবং সাহায্য সংস্থাসমূহকে অনুশীলন করানো।

চ. স্থানীয় এবং জাতীয় সাড়া প্রদানকারীদের প্রদত্ত সেবার উন্নত মান নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে তহবিল ও অর্থায়ন কৌশলসমূহের ব্যবহার এবং কার্যকর অনুশীলন সকল ক্ষেত্রে নিশ্চিত কর।

৩. নগদ অর্থায়ন ভিত্তিক কর্মসূচির প্রসারে কার্যকর সমন্বয় বৃদ্ধি করা

নগদ অর্থের ব্যবহার উপদ্রুত জনগোষ্ঠীকে তাদের পছন্দ নির্ধারণে অধিকতর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার পাশাপাশি স্থানীয় বাজার ব্যবস্থাকেও শক্তিশালী করতে ভূমিকা রাখে। যদিও এটা একমাত্র কৌশল নয়, তথাপিও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটেই নির্ধারণ করা হবে কোন কৌশলটি অধিক প্রযোজ্য। তবে সাহায্য সংস্থাগুলোকে নগদ-অর্থায়ন কর্মসূচি সম্ভাব্যতা নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ এবং বিবেচনা করা উচিত। এক্ষেত্রে কিছু সংস্থা এটাকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে সম্প্রসারিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। তবে এটা সত্য যে, নগদ

অর্থায়ন কর্মসূচি উপদ্রুত জনগোষ্ঠীর সকল চাহিদা মিটাতে পারে না। কারণ তাদের সুরক্ষা, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে চাহিদা থেকেই যায়। তবে নগদ-অর্থায়ন কর্মসূচি যতটা সম্ভব এবং যেখানে সম্ভব অবশ্যই স্থানীয় অথবা জাতীয় সুরক্ষা ব্যবস্থার সাথে সংযোগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। নগদ অর্থায়ন কর্মসূচি গৃহায়ণ, আশ্রয়ণ বা গৃহস্থালী পণ্য ইত্যাদি খাতে ভেঙ্গে ভেঙ্গে না দিয়ে বরং একক কোন খাতে বরাদ্দ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অনেক বেশি মাত্রায় ফলাফল বা প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। এক্ষেত্রে সাহায্য সংস্থাগুলোর মধ্যে অবশ্যই নতুন ধরনের অংশীদারিত্ব ও সমন্বয় ঘটাতে হবে এবং একটি সাধারণ কৌশল, প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা অনুসরণ করেই নগদ-অর্থায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করাটাই হচ্ছে সর্বোত্তম পন্থা। যাতে নগদ অর্থের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

৩.১ এক্ষেত্রে সাহায্য সংস্থাসমূহ এবং দাতাদের প্রতিশ্রুতি হচ্ছে

ক. পণ্য সহযোগিতা, সেবা (স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি) সরবরাহ ইত্যাদি কৌশলের পাশাপাশি নগদ অর্থের নিয়মিত ব্যবহারও বৃদ্ধি করা, এক্ষেত্রে ফলাফল ও প্রভাব পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করা।

খ. নতুন নতুন সরবরাহ মডেল উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা, যেখানে সহযোগিতার প্রতিটি ক্ষেত্র এবং প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সর্বাপেক্ষা ভালো চর্চাসমূহ এবং ঝুঁকি নিরসনের কৌশলসমূহ চিহ্নিত করা।

গ. পণ্য সহযোগিতা, সেবা (স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি) প্রদান ইত্যাদি কৌশলের তুলনায় নগদ অর্থায়ন কর্মসূচির তুলনামূলক দক্ষতা (খরচ-উপকার বিশ্লেষণ, প্রভাব এবং ঝুঁকির মাত্রা ইত্যাদি) পর্যালোচনার জন্য প্রমাণ সাপেক্ষ (Evidence Based) ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।

ঘ. নগদ অর্থায়ন কর্মসূচির মান উন্নয়ন এবং কার্যকর নীতিমালা তৈরির উদ্দেশ্যে সবাইকে সহযোগিতা এবং পারস্পরিক তথ্য বিনিময় করা যাতে, এক্ষেত্রে ঝুঁকি এবং প্রত্যাশিত ফলাফল সম্পর্কে ভাল ধারণা নেওয়া সম্ভব হয়।

ঙ. নগদ অর্থায়ন কর্মসূচির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সমন্বয়, পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন কৌশলসমূহ নিশ্চিত করা।

চ. নগদ অর্থায়ন কর্মসূচি বর্তমানে যে অবস্থায় বাস্তবায়িত হচ্ছে তার বাইরে নিয়ে যাবার লক্ষ্য নির্ধারণ করাতে হবে বিশেষ করে যেখানে যেটা প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে কিছু সাহায্য সংস্থা তাদের নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

৪. নিয়মিত বিরতিতে পর্যালোচনাসহ ব্যবস্থাপনা খরচের পুনরাবৃত্তি হ্রাস করা

ব্যবস্থাপনা খরচ হ্রাস করতে পারলে তা আনুপাতিক হারে মানবিক কার্যক্রমে অর্থের যোগান বৃদ্ধি করবে এবং উপদ্রুত জনগোষ্ঠীর সরাসরি উপকারে আসবে। ব্যবস্থাপনা খরচের কার্যকারিতা ও দক্ষতা নিরূপণের ক্ষেত্রে কার্যক্রমের বেইজ-লাইন বা একদম প্রাথমিক তথ্যের প্রয়োজন রয়েছে এবং এই তথ্যের ভিত্তিতেই সময়ের আবর্তনে ব্যবস্থাপনা খরচের কার্যকারিতা প্রদর্শন করা যেতে পারে। তবে এটা বলা যায় যে, ব্যবস্থাপনা খরচ কমানোর বিষয়টি অনেকাংশেই নির্ভর করে দাতা এবং সাহায্য সংস্থার সংখ্যা হ্রাস করা, ব্যক্তিগত প্রতিবেদন তৈরির প্রয়োজনীয়তা এবং অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির অস্তিত্ব হ্রাস করা।

৪.১ এক্ষেত্রে সাহায্য সংস্থাসমূহ এবং দাতাদের প্রতিশ্রুতি হচ্ছে

ক. প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনার মাধ্যমে মানবিক সাহায্য কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দক্ষতা ও কার্যকারিতার মাত্রা বৃদ্ধি করতে হবে এবং ব্যবস্থাপনা খরচ কমিয়ে আনতে হবে। সাহায্য সংস্থাসমূহ ২০১৭ এর মধ্যে এ বিষয়ে তাদের বিস্তারিত পদক্ষেপসমূহ অবগত করবে। এখানে প্রযুক্তি ব্যবহারের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো;

- চাহিদা নিরূপণের ক্ষেত্রে মোবাইল প্রযুক্তির ব্যবহার
- আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং মোবাইল ডিভাইসের ব্যবহার
- উপদ্রুত জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগের জন্য কল সেন্টারের ব্যবহার এবং "এসএমএস" এর ব্যবহার
- বায়োমেট্রিক্স এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী ইত্যাদি

খ. উপদ্রুত জনগোষ্ঠী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে অংশীদারিত্বমূলক চুক্তির অবতারণা এবং তাদের কাছে থাকা তথ্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে খরচ এবং সময় হ্রাস সর্বোপারি তথ্যের পুনরাবৃত্তি হ্রাস পাবে।

গ. একটি স্বচ্ছ এবং তুলনামূলক খরচ কাঠামোর অবতারণা করতে হবে যেখানে খরচের তুলনামূলক সুবিধাসমূহ বিশ্লেষণ করা সম্ভব হবে।

ঘ. লজিস্টিক ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ করে পণ্য এবং সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়-দক্ষতা উন্নয়ন করতে হবে যাতে ব্যবস্থাপনা খরচের পুনরাবৃত্তি না হয়। যৌথ ক্রয়-পদ্ধতি এবং এ সংক্রান্ত নীতিমালার উন্নয়ন বিভিন্ন সাহায্য সংস্থাসমূহের মধ্যে তুলামূলক অগ্রাধিকার সুবিধা নিশ্চিত করতে পারে, উদ্ভাবনকে প্রণোদনা দিতে পারে এবং খরচ কমিয়ে আনতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে;

- পরিবহন এবং ভ্রমণ
- যানবাহন এবং জাহাজ ব্যবস্থাপনা
- বীমা এবং জাহাজীকণ
- একটি কমন ক্রয় পাইপলাইন বিশেষ করে খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত পণ্য, আশ্রয়ন, পানি ও পয়ঃ-নিষ্কাশন ইত্যাদি
- তথ্য সেবা, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞ সেবা।

৫. যৌথ এবং নিরপেক্ষ চাহিদা পর্যালোচনা ব্যবস্থার উন্নয়ন

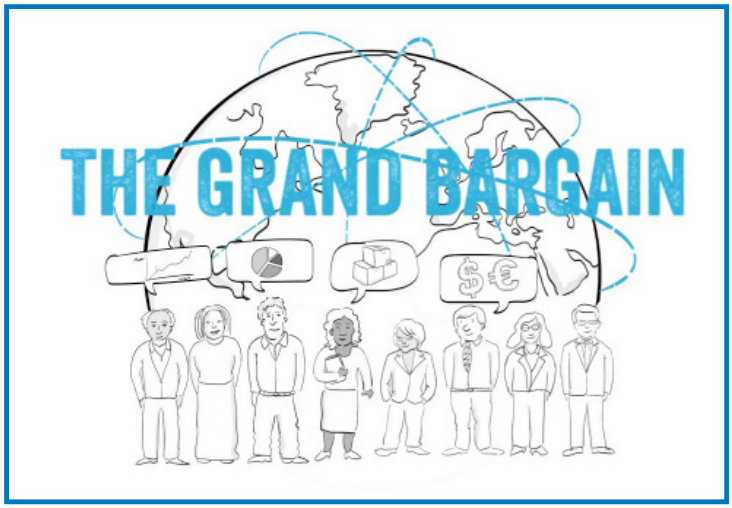

বিশ্বজুড়ে মানবিক চাহিদা নিরূপণ এবং কৌশলগত পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সমন্বয় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়ে বিগত বছরগুলোতে বহু চেষ্টা করা হয়েছে এবং তাৎপর্যপূর্ণ বিনিয়োগও হয়েছে। তথাপিও যৌথ কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পারস্পরিক বোঝাপড়া, প্রত্যাশা ও প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে অনেক ঘাটতি রয়েছে। আমাদের বর্তমানে গৃহীত পদ্ধতি ও কৌশল বিভিন্ন পর্যায়ে উপদ্রুত জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসূচি এবং অর্থায়নের ক্ষেত্রে সঠিক ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহকে নিশ্চিত করতে পারছে না। সমন্বয়হীন চাহিদা নিরূপণ ব্যবস্থার চর্চা ও বিস্তার আসলে আমাদেরকে একই কাজের পুনরাবৃত্তি, অর্থ-সম্পদের অপচয় এবং সর্বোপরি উপদ্রুত জনগণের উপর বোঝা সৃষ্টি করছে। তাই আমাদের প্রয়োজন একটি নিরপেক্ষ, পক্ষপাতহীন, পরিস্থিতির সঙ্গে সংবেদনশীল এবং একটি ব্যাপক আকারের আধুনিক চাহিদা পর্যালোচনা। এ ধরনের চাহিদা পর্যালোচনা অবশ্যই হতে হবে প্রমাণ-নির্ভর, যেখানে প্রত্যাশিত মানবিক কার্যক্রমের পরিকল্পনা, অগ্রাধিকার দাবিসমূহ এবং সর্বোপরি দায়িত্বপ্রাপ্ত এজেন্সিসমূহের ক্ষেত্রে সঠিক দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতার বিষয়সমূহ নিশ্চিত করে। সকল মানবিক স্টেকহোল্ডারদের জন্য প্রণীত চাহিদা নিরূপণের প্রতি বিশ্বাসযোগ্যতা এবং প্রসঙ্গিকতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে চাহিদা নিরূপণ প্রক্রিয়াকে অবশ্যই হতে হবে নিরপেক্ষ এবং স্বচ্ছতাভিত্তিক, বিশেষ করে তথ্য বিশ্লেষণের ও পারস্পরিক অগ্রাধিকার নিরূপণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে স্বাধীন পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন এবং শিক্ষণ এই অনুশীলনকে আরও উন্নত করতে ভূমিকা রাখতে পারে।

৫.১ এক্ষেত্রে সাহায্য সংস্থাসমূহ এবং দাতাদের প্রতিশ্রুতি হচ্ছে

ক. প্রতিটি সংকটকে চিহ্নিত করে একটি একক ও বহু-খাতভিত্তিক এবং পদ্ধতিগতভাবে অত্যন্ত উন্নত এমন একটি চাহিদা নিরূপণ ব্যবস্থা অবতারণা করতে হবে যেখানে কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কিভাবে সাড়া দেওয়া ও অর্থায়ন করা যায় তার নির্দেশনা থাকবে। আর এভাবেই বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক এককভাবে করা চাহিদা নিরূপণের সংখ্যা হ্রাস পাবে।

খ. চাহিদা নিরূপণের তথ্যসমূহ নিয়মিত এবং সময়মত বিনিময় করতে হবে যেখানে সুরক্ষা এবং গোপনীয়তা বিষয়ক সমস্যা নিরসনের ক্ষেত্রে সঠিক কৌশলের অবতারণা থাকবে। অনুমিত সমস্যাসমূহ বিশ্লেষণ, প্রক্ষেপণ এবং পরিমাপ করার জন্য প্রয়োজনে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

গ. তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া শক্তিশালী বিশেষ করে স্বচ্ছতা, পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে করার জন্য ক্লাস্টারসমূহে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ এবং স্বাধীন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে হবে।

ঘ. প্রমাণ-সাপেক্ষ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে খাত-ভিত্তিক মানবিক সহযোগিতার অগ্রাধিকার খাতসমূহকে চিহ্নিত করতে হবে। IASC এর মানবিক সাড়া দেওয়ার জন্য গৃহীত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে, সাহায্য সংস্থাসমূহের আবাসিক প্রতিনিধির প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে "প্রমাণ-ভিত্তিক সাড়া দেওয়ার পরিকল্পনা ও অগ্রাধিকার বাস্তবায়ন খাত" চিহ্নিত করা।

ঙ. চাহিদা নিরূপণে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ এবং অগ্রাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে এসকল পর্যবেক্ষণের ব্যবহার প্রক্রিয়ার উপর স্বাধীর পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন থাকতে হবে। এতে করে চাহিদা নিরূপণ কর্মসূচির উপর স্টেকহোল্ডারদের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

> যৌথ কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পারস্পরিক বোঝাপড়া, প্রত্যাশা ও প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে অনেক ঘাটতি রয়েছে।

চ. উন্নয়ন সহযোগী, স্থানীয় সরকার এবং সম্পর্কিত স্টেকহোল্ডারদের সাথে নিয়ে ঝুঁকি এবং বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ করতে হবে। এতে করে মানবিক এবং উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের সময় মানবিক নীতিসমূহকে সমন্বিত করার সুযোগ থাকবে।

৬. অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ায় আমূল পরিবর্তনঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সাহায্য গ্রহণকারী জনগোষ্ঠীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় আমাদেরকে অবশ্যই উপদ্রুত জনগোষ্ঠী, যাদের মানবিক সাহায্য প্রয়োজন এবং মানবিক সাহায্য গ্রহণ করছে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। উপদ্রুত অথবা উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমাদেরকে নিশ্চিত হতে হবে যে, আমাদের প্রদত্ত মানবিক সাড়া কার্যক্রম তাদের জন্য কতটা প্রাসঙ্গিক, সময়োপযোগী এবং কার্যকর। আমাদেরকে অবশ্যই উপদ্রুত জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। তাদের কার্যকর অংশগ্রহণের (বিশেষ করে তাদের প্রকৃত চাহিদা, কর্মসূচির উপর তাদের প্রদত্ত ফিডব্যাক) মাধ্যমেই একটি ফলাফল অর্জনযোগ্য মানবিক সাড়া কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। দাতা এবং সাহায্য সংস্থাগুলির উচিৎ হবে এক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় উপদ্রুত জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর নিশ্চিত করা বিশেষ করে বয়স, লিঙ্গ সমতা, সংখ্যালঘু সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে মানবিক কার্যক্রমে জড়িত সকল স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে একটি বৃহত্তর ঐক্য, বিশ্বাস, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সৃষ্টি হতে পারে।

৬.১. এক্ষেত্রে সাহায্য সংস্থাসমূহ এবং দাতাদের প্রতিশ্রুতি হচ্ছে

ক. দেশীয় পর্যায়ে মানবিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত কমিউনিটিসমূহের মধ্যে নেতৃত্ব এবং সুশাসন অনুশীলন বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে সংকটকালীন সময়ে তারা উপদ্রুত/আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে সকল কর্মকাণ্ডে যুক্ত করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারে এবং তাদের কাছে জবাবদিহিতা প্রদর্শন করতে পারে।

খ. মানবিক কর্মকাণ্ডে বিপদাপন্ন বা উপদ্রুত কমিউনিটিকে সম্পৃক্তকরণ এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য একটি সর্বজনীন ও সমন্বিত নীতিমালার উন্নয়ন করতে হবে, যেখানে তথ্য বিনিময়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা চর্চার বিষয়সমূহ সুনির্দিষ্ট থাকবে।

গ. স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনাকে প্রণোদনা দিতে হবে এবং এই প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করতে হবে।

ঘ. কমিউনিটি ফিডব্যাক এবং সংশোধীনসমূহের মধ্যে সংযোগ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার জন্য ধারাবাহিক এবং পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে যাতে কর্মসূচিসমূহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়।

ঙ. কমিউনিটি ফিডব্যাক অনুসরণ করে কর্মসূচিসমূহে অর্থায়ন নিশ্চিত করার

জন্য নমনীয় নীতি গ্রহণ করতে হবে। সময়মত অর্থ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

চ. ২০১৭ সালের মধ্যে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, সকল মানবিক পরিকল্পনা এবং কৌশলগত পর্যবেক্ষণসমূহ কমিউনিটি ফিডব্যাকসমূহ বিবেচনা করে সম্পন্ন হয়েছে।

৭. দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবং অর্থায়নের ক্ষেত্রে মানবিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত সহযোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা অর্থায়ন কর্মসূচির প্রশাসনিক ব্যয় কমানোর পাশাপাশি টেকসই বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও প্রভাবকের ভূমিকা রাখতে পারে। উল্লেখ্য যে, মানবিক প্রয়োজনের প্রতি সাড়া দেওয়ার কাজটি আসলে একটি দীর্ঘমেয়াদী বা পুনর্পৌনিক বিষয় যেখানে টেকসই বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয়তা এবং স্থানীয় বাজার ব্যবস্থা বিশ্লেষণ পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এক্ষেত্রে সহযোগীদের সাথে যৌথভাবে যেখানে ঝুঁকি আছে সেখানকার চাহিদা বিশ্লেষণ পূর্বক সুনির্দিষ্ট করা যেতে পারে। যৌথ পরিকল্পনা এবং অর্থায়ন কৌশল দীর্ঘমেয়াদে কর্মসূচিসমূহ স্থানীয় চাহিদার সাথে সম্পূরক করা যায় এবং ক্রমবর্ধমান হারে অর্থায়নের কারণে কাংখিত ফলাফল অর্জনসহ ব্যবস্থাপনা খরচ কমানো সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে এমন কিছু প্রত্যাশিত ফলাফল চিহ্নিত করা হয় যেগুলো মানবিক উন্নয়ন, সামাজিক স্থিতিশীলতা অর্জন এবং দ্বন্দ্ব নিরসন উদ্যোগের ক্ষেত্রে খুবই মৌলিক বিষয় এবং এগুলো ভবিষ্যতের মানবিক চাহিদা হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৭.১. এক্ষেত্রে সাহায্য সংস্থাসমূহ এবং দাতাদের প্রতিশ্রুতি হচ্ছে

ক. দীর্ঘময়োদী, যৌথ-উদ্যোগ এবং নমনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করাসহ অর্থায়ন নীতিমালা গ্রহণ এবং অনুশীলন করতে হবে যেটা কর্মসূচির দক্ষতা, কার্যকারিতা বৃদ্ধি করবে। একই সাথে সাহায্য গ্রহীতারা তাদের স্থানীয় উন্নয়ন অংশীদারদের মাধ্যমেও একই অর্থায়ন নীতিমালা গ্রহণ করার প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে হবে।

খ. ২০১৭ সালের মধ্যে উপরোক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কমপক্ষে পাঁচটি দেশে অর্থায়ন করা যেতে পারে, যেখানে যৌথ পরিকল্পনা, দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নে বাস্তবায়িত মানবিক কর্মকাণ্ডে সাড়া প্রদান কার্যক্রমের উপর ফলাফল পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা সম্ভব হতে পারে।

গ. বর্তমান সমন্বয় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে, মানবিক এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে ঝুঁকি এবং চাহিদা বিশ্লেষণের তথ্য বিনিময় করতে হবে যাতে উভয় সেক্টরের কাজগুলোকে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত করে মানবিক ও উন্নয়ন ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হয়।

৮. দাতাদের অর্থায়ন বা বরাদ্দকৃত তহবিল কোন কর্মসূচির জন্য সুনির্দিষ্ট করার চর্চা যথাসম্ভব সীমিত করা

নমনীয় অর্থায়ন নীতিমালা জরুরি অবস্থায় বিশেষ করে দুর্যোগকালীন প্রস্তুতি এবং দীর্ঘমেয়াদী সংঘাতপূর্ণ এলাকায় মানবিক সাড়া প্রদান কার্যক্রমের গতি ত্বরান্বিত করতে অনুঘটকের মত কাজ করে। নমনীয় অর্থায়ন নীতি ব্যবস্থাপনাকে ব্যয়-সাশ্রয়ী কৌশল গ্রহণে অগ্রাধিকার সুবিধা দেওয়ার পাশাপাশি প্রশাসনিক খরচ (বিশেষ করে ক্রয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন) হ্রাসেও ভূমিকা রাখে।

তবে নমনীয় অর্থায়ন নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দাতা থেকে গ্রহীতা পর্যন্ত পুরো লেনদেন প্রক্রিয়ার মধ্যে শৃংখলা ও জবাবদিহিতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। মানবিক কার্যক্রমে যৌথ লক্ষ্য অর্জনের বিষয়সমূহ বিবেচনা করে অর্থায়ন প্রক্রিয়ায় কর্মসূচি বা অর্থায়ন সুনির্দিষ্টকরণ চর্চা যথাসম্ভব হ্রাস করতে হবে। অবশ্য দাতাদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস, সাহায্য সংস্থাগুলোর কার্যক্রমের মান এবং সর্বোপরি তাদের নিজস্ব অগ্রাধিকার প্রক্রিয়াই অর্থায়ন কার্যক্রমে নমনীয়তা বৃদ্ধি এবং চর্চায় অবদান রাখতে পারে।

৮.১ এক্ষেত্রে সাহায্য সংস্থাসমূহ এবং দাতাদের প্রতিশ্রুতি হচ্ছে

ক. কিভাবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এবং কার্যকরভাবে এসকল সুনির্দিষ্ট খাত-ভিত্তিক বরাদ্দ এবং নমনীয় খাত-ভিত্তিক বরাদ্দসমূহের উপর প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন তৈরি করা যায় তা বাৎসরিক ভিত্তিতে এবং যৌথ ভাবে চিহ্নিত করতে হবে। তবে এই উদ্যোগ এবং প্রতিবেদন তৈরির প্রক্রিয়া ২০১৭ সালের শেষ দিকে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ. আঞ্চলিক এবং সরকারি সংস্থাসমূহকে যথাসম্ভব খাত-ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট অর্থায়নের চর্চা ও পরিমাণ হ্রাস করতে হবে। একই সাথে সাহায্য সংস্থাসমূহ যারা তাদের সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে অর্থ বরাদ্দ করে থাকে তাদেরকেও এই চর্চা নিশ্চিত করতে হবে।

গ. স্বচ্ছতার অনুশীলন হতে হবে, দাতাদের সাথে সকল প্রকার তথ্য বিনিময় নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি এমন একটি রূপরেখা প্রণয়ন করতে হবে যার মাধ্যমে কোন প্রকার খাত-ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট অর্থায়ন না করে বরং খাত-বহির্ভূতভাবে যে কোন জরুরি প্রয়োজন বা সাড়া প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করা যায়।

ঘ. মানবিক সাড়া প্রদান কার্যক্রম পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট খাত-বহির্ভূত অর্থায়ন কার্যক্রম এবং নমনীয় অর্থায়ন বিষয়সমূহ দৃশ্যমান করতে হবে যাতে করে দাতা সংস্থাসমূহ বিষয়গুলোকে গ্রহণ করে এবং সে অনুসারে তাদের অবদান রাখতে পারে।

ঙ. দাতা সংস্থাসমূহ মানবিক কর্মকাণ্ডে সুনির্দিষ্ট খাত-ভিত্তিক বরাদ্দ বা অর্থায়নের চর্চাকে অগ্রাধিকারভাবে কমিয়ে আনবে এবং ২০২০ সালের মধ্যে খাত-বহির্ভূত অর্থায়ন কার্যক্রম এবং নমনীয় অর্থায়ন মোট মানবিক বরাদ্দের কমপক্ষে ৩০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।

৯. প্রতিবেদন প্রয়োজনীয়তা ও প্রক্রিয়াকে সহজ এবং সরলীকরণ করা

কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে এবং সময়ের আবর্তনে প্রতিবেদন তৈরির চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ এর সাথে কর্মসূচির মূল্যায়ন ও মান নির্ধারণ, জবাবাদিহিতা নিশ্চিতকরণ, ব্যবস্থাপনা ঝুঁকি নিরূপণ ও নিরসন কৌশল, তহবিল সংগ্রহ ইত্যাদি সকল বিষয় সম্পর্কিত রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাসমূহ সকলেই পৃথকভাবে তাদের কাজের প্রতিবেদন তৈরি করলেও আমাদের কমন স্বার্থের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক একই কর্মসূচির উপর একটি একক মানসম্পন্ন প্রতিবেদন প্রণয়নের কৌশল নেওয়া যেতে পারে যাতে করে সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

৯.১ এক্ষেত্রে সাহায্য সংস্থাসমূহ এবং দাতাদের প্রতিশ্রুতি হচ্ছে

ক. ২০১৮ সালের মধ্যে প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ সহজীকরণ এবং সরলীকরণ করা হবে। এক্ষেত্রে প্রতিবেদনের আকার কমিয়ে আনা, সকল ক্ষেত্রে একক পরিভাষা ও সহজ পরিভাষার ব্যবহার এবং একটি গ্রহণযোগ্য সার্বজনীন প্রতিবেদন কাঠামোর প্রতি নজর দিতে হবে।

খ. প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে বিশেষ করে তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং সেখানে প্রবেশাধিকার সহজ হয়।

গ. প্রতিবেদন প্রণয়নের মান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে যাতে করে খুব সহজেই এর মাধ্যমে কর্মসূচির কাংক্ষিত ফলাফল তুলে নেওয়া যায় এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষণসমূহ চিহ্নিত করা যায়।

১০. মানবিক এবং উন্নয়ন সংস্থাসমূহের মধ্যে যোগাযোগ ও সংযোগ বৃদ্ধি করা

জাতিসংঘের High-Level Panel on Humanitarian Financing and Core Responsibility প্রণীত এক প্রতিবেদনে (Change People's lives: From delivering aid to ending need) বলা হয়েছে যে, বৈশ্বিকভাবে মানবিক চাহিদার গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে একই সাথে মানবিক কর্মকাণ্ডে বরাদ্দকৃত অর্থায়ন এবং প্রকৃত চাহিদার মধ্যে ব্যবধানও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা খুবই উদ্বেগজনক। তারা প্রতিবেদনে বিষয়টির উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বলেছেন সংকটকালীন অবস্থায় জনগণের সুরক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মানবিক কর্মকাণ্ড এবং প্রয়োজনীয় অর্থায়ন নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে এটা বলা ঠিক নয় যে, উপদ্রুত জনগণের সুরক্ষার জন্য অর্থায়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তহবিলকে উন্নয়ন খাত থেকে মানবিক খাতে অথবা উন্নয়ন সংস্থাসমূহ থেকে মানবিক সংস্থাসমূহে স্থানান্তর করতে হবে। বরং এসকল কাজ বাস্তবায়নের আরও ভাল উপায় হতে পারে মানবিক এবং উন্নয়ন সংস্থাসমূহ তাদের নিজেদের সীমারেখার বাইরে গিয়ে একসঙ্গে কাজ করার উপায় বের করা এবং একে অপরের সহযোগী হয়ে কাজ করা। এতে মানবিক এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসমূহ বাস্তবায়নে উভয় পক্ষেরই তুলনামূলক সুবিধা থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এই ধরনের কর্মপন্থা অনুসরণের ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই মানবিক নীতিমালা অনুসরণ বাধাগ্রস্থ বা বিচ্যুতি হতে পারবে না।

১০.১ এক্ষেত্রে সাহায্য সংস্থাসমূহ এবং দাতাদের প্রতিশ্রুতি হচ্ছে

ক. আমাদেরকে অবশ্যই বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বা এসডিজি'তে অবদান রাখার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। সে প্রেক্ষিতে দীর্ঘমেয়াদে যাতে মানবিক চাহিদার পরিমাণ কমে আসে তার প্রেক্ষাপটেই বর্তমান সম্পদ এবং সামর্থ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। দুর্যোগকালীন অবস্থা পুনরুদ্ধারে আমাদের কী পরিমাণ সম্পদ থাকতে পারে তা পূর্বেই অনুমান করতে হবে এবং তার ভিত্তিতেই প্রস্তুতি, প্রতিরোধ এবং প্রশমন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষমতা তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। আর এক্ষেত্রে শুধুমাত্র সাহায্য সংস্থাগুলোকেই উক্ত বিষয়সমূহ নিয়ে চিন্তা করবে তা হওয়া উচিৎ নয় বরং এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পর্যায়, নাগরিক সমাজ এবং বেসরকারী খাত সকল পর্যায়েই চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে।

খ. শরণার্থী এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে অভ্যন্তরীণভাবে স্থানান্তরিত জনগোষ্ঠীর সমস্যার টেকসই সমাধানে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। অভিবাসন এবং ফেরৎ আসা জনগোষ্ঠীর জন্য আশ্রয় প্রদানকারী দেশসমূহকে অবশ্যই টেকসই সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।

গ. সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির পরিসর বৃদ্ধি এবং শক্তিশালী করতে হবে। এক্ষেত্রে, বিশেষ করে একটি বিপদাপন্ন অবস্থা থেকে পুনরায় পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়া বা সহনশীলতা অর্জনের উদ্দেশ্যে জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে সমস্যার আত্মীকরণ ক্ষমতা ও কৌশলকে শক্তিশালী করার প্রয়োজন রয়েছে।

ঘ. বিভিন্ন ধরনের বিপদাপন্নতা এবং বহুমুখী সমস্যাসমূহের উপর সাহয্যকারী সংস্থাসমূহকে অবশ্যই যৌথভাবে গবেষণা এবং বিশ্লেষণ করতে হবে এবং প্রয়োগযোগ্যতার ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদী এবং সমস্যা নিরসনে বহুমুখী কর্মপরিকল্পনাও করতে হবে। তবে এ ধরনের গবেষণা, পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন অবশ্যই হতে হবে যৌথভাবে আঞ্চলিক, জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয়ের ভিত্তিতে যাতে করে সকলেরই উদ্দেশ্য অর্জন হয়।

ঙ. সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহকে নতুন করে বিশ্লেষণ করতে হবে সকল স্টেকহোল্ডার বিশেষ করে বহুপাক্ষিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি খাতসমূহকে যুক্ত করার মাধ্যমে নতুন অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করতে হবে। এতে করে সংকটকালীন অবস্থা কাটিয়ে উঠার জন্য সম্পদ এবং সামর্থ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ: কোস্ট ট্রাস্ট/ ইক্যুইটিবিডি, বাড়ি: ১৩ (মেট্রো মেলোডি), রোড়: ২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭।

সৈয়দ আমিনুল হক (মোবাইল: ০১৭১৩৩২৮৮১৫)
শওকত আলী টুটুল (মোবাইল: ০১৭১৩১৪৪১৭৭)